* ভারতীয় দর্শনে অবিদ্যাজাত অনুসন্ধানের প্রকৃতি আলোচনা কর।

→ ভারতীয় দর্শনে অবিদ্যাগত অনুসন্ধানের প্রকৃতি

ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য হল অবিদ্যা প্রতিষ্ঠা, তাই ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি ক্ষাখাই অবিদ্যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জ্ঞানবিদ্যা প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতীয় অবিদ্যাক তত্ত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তা হল —

ক) জড়বাদ খ) অধ্যাত্মবাদ

অবিদ্যার জড়বাদী ব্যাখ্যা

চার্বাক অবিদ্যা 'জড়বাদ' নামে পরিচিত। যে মতবাদ অনুসারে জড়ই হল জগতের মূলতত্ত্ব, জড় থেকে জগতের উৎপত্তি এবং জগতের সব কিছু জড় ও জড়শক্তির রূপান্তর, সেই মতবাদকে বলা হয় জড়বাদ। জড়ই মূলতত্ত্ব, চার্বাক মতে, জগতের মৌলিক তত্ত্ব হল পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু - এই চারটি জড় মহাভূত, আকাশ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, তাই চার্বাকরা মহাভূত হিসেবে আকাশকে স্বীকার করেন না।

অবিদ্যার অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা

চার্বাক ছাড়া সকল ভারতীয় দর্শন অধ্যাত্মবাদী। এই সব ভারতীয় দর্শন অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগৎ ও জগতের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করেছে।

জৈন অবিদ্যাক তত্ত্ব

জৈন দর্শন ঈশ্বর স্বীকার না করলেও অধ্যাত্মবাদী দর্শন হিসেবে জৈন দর্শন বহুত্ববাদী। কেননা জৈনরা বহু দ্রব্য স্বীকার করে। তাঁদের মতে, 'গুণ পর্যায়বৎ দ্রব্যম্' অর্থাৎ যা গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট, তা-ই হল দ্রব্য। দ্রব্য অসংখ্য ও অসংখ্য ধর্মবিশিষ্ট, প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম থাকতে পারে। জৈন পরমাণুবাদীদের মতে, পরমাণু থেকে জড়দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। পরমাণুর মিশ্রণের ফলে স্থূল পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু উৎপন্ন হয়। আবার, এদের মিশ্রণে বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হয়। জৈন মতে মন, বাক্, প্রাণবায়ু পরমাণুর সংঘাতে তৈরি।

চেতনাবিশিষ্ট দ্রব্য হল জীব, এই জীব হল আত্মা। জৈন মতে আত্মাস্বরূপ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব হলেও বাসনাবশত দেহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগ করে।

Scanned with CamScanner

বৌদ্ধ অবিদ্যা তত্ত্ব —

বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক কিন্তু অতি অধ্যাত্মবাদী দর্শন। বৌদ্ধদর্শন ঈশ্বর স্বীকার করে না। বুদ্ধদেব নিজে অবিদ্যক তত্ত্ব আলোচনা করেননি। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা অবিদ্যক তত্ত্বকে কেন্দ্র করে বস্তুবাদী ও ভাববাদী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

ন্যায় অবিদ্যা তত্ত্ব —

ন্যায়দর্শন আস্তিক ও আধ্যাত্মিক দর্শন। ন্যায়দর্শন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, জন্মান্তর, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ স্বীকার করে। তাঁদের মতে, ঈশ্বর ও জড় দুটি মূল তত্ত্ব। ঈশ্বর জড় পরমাণুর দ্বারা জীবের কর্মফল ভোগের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

সাংখ্য ও যোগ দর্শনে অবিদ্যক তত্ত্ব —

সাংখ্য ও যোগদর্শন হল আস্তিক ও অধ্যাত্মবাদী দর্শন। সাংখ্য দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করে না। সাংখ্য মতে, মূলতত্ত্ব দুটি, তা হল — পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাবের, অপরদিকে, জড়, ত্রিগুণাত্মিকা, অন্ধ, রজো ও তমো হল প্রকৃতির তিন গুণ, এই তিনটি উপাদান ও গুণের সাম্যাবস্থাই হল প্রকৃতি। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের ফলে সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়, শুরু হয় জগতের বিবর্তন প্রক্রিয়া। প্রকৃতি থেকে মহৎ এবং মহৎ থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, তামসিক অহংকার থেকে পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি হয়। সাংখ্য মতে, এইভাবে ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া জগৎ ও জাগতিক বস্তু সৃষ্টি হয়। যোগদর্শন সাংখ্য অবিদ্যক তত্ত্বের সব কিছু স্বীকার করে। এ ছাড়াও অতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করে।

বেদান্তের অবিদ্যক তত্ত্ব —

অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ। ঈশ্বর, জগৎ ও ব্যবহারিক জীব মিথ্যা। শংকরাচার্যের বিবরণায়, জীবের অনাদি সংসার বাসনা থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরই মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। মায়ার প্রভাবে

Scanned with CamScanner

নির্গুণ ব্রহ্ম অন্তকরণরূপ উপাধিতে প্রতিফলিত হয়ে বহু জীব-রূপে প্রতিভাসিত হন।

মূল্যায়ন – সুতরাং, ভারতীয় অধিবিদ্যক তত্ত্বের অনুসন্ধান খুবই গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

০